অধ্যায় ৩ : আধুনিক বাংলা নাটক—১

বিন্যাসক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৩.২ পরিচিতি

৩.৩ তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি

৩.৪ 'ছেঁড়া তার' নাটকের চরিত্র নির্মাণ

৩.৫ 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ

৩.৬ উপসংহার

৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৩.৮ অতিরিক্ত পঠন

৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বাংলায় দুর্ভিক্ষের ফলশ্রুতি বিষয়ে অবগত হবেন।
- শাসক ও শোষিতের রূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি আশ্রয় করে।
- কামরূপী উপভাষার সম্যক জ্ঞান আহরণ করে জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩.২ পরিচিতি

বাংলার গ্রাম্য কৃষকদের জীবনালেখ্য অবলম্বন করে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি নির্মাণ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রাম উত্তর বাংলার, নাটকে উত্তর বাংলার এই গ্রামজীবন আশ্রয়ের কারণ নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং উত্তর বাংলারই মানুষ। দুর্ভিক্ষ, আত্মসম্মান বোধ, সামাজিক বৈষম্য, উচ্চশ্রেণির মানুষের ক্ষমতা ভোগ, বন্ধুত্ব, দরিদ্রতা, মমতা, দায়িত্ববোধ, অবসাদ, দীর্ঘশ্বাস এবং একটি বেদনাদায়ক সমাপ্তির সংমিশ্রণ লেখকের 'ছেঁড়া তার'। এই নাট্য গল্পে নাট্যকার দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত এক মহানায়কের লড়াই, বিশেষত তার আত্মসম্মানবোধ বাঁচানোর লড়াই। যে লোকটা তার সমস্ত কিছু কেড়ে তাকে নিঃস্ব করে দিল, তার বাড়িতে লঙ্গরখানা হলে সেখানে সে নিজের

সর্বস্বকে বিলিয়ে দিয়ে সে কীভাবে খেতে যায়? তাই নাট্যকারের এই কাহিনির মহানায়ক রহিম, তাকে বিভিন্ন বেদনার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন শোষণের আঘাতে সভ্যতা কীভাবে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। এই ভাবে আলোচ্য 'ছেঁড়া তার' নাটকটি এক বিশেষ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি শোষণ, প্রেম ও বন্ধুত্বের অনবদ্য দলিল হয়ে উঠেছে; এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নাটকটি কিন্তু এক পড়ন্ত মানবতাবাদের সাক্ষী হয়ে উঠেছে, যা আজকের কালের পক্ষেও সমান প্রাসঙ্গিক।

৩.৩ তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপ

"মানুষের জানটাও বাজাটারে মতো। ভাল করি বাজাইলে কত সুর উঠে।" এমন আদর্শগত জীবন কথা যে নাটকে উচ্চারিত হয় সেই 'ছেঁড়া তার' নাটকের নাট্যকাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র রূপায়ণ। নাট্যকাহিনি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় আলোচ্য 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দি। ছোটোবেলা থেকেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব মহিমের। তারা ছোটোবেলায় একই স্কুলে পড়ত। মহিম উচ্চশিক্ষা লাভ করে হয়েছে কৃষিবিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর। তার বর্তমান বাসস্থান শহরে। রহিমুদ্দি দারিদ্র্যের জন্য বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেনি। গ্রামে থেকে সে তার জমিজমা দেখাশুনা করে দিন চালায়। এক কথায় সে একজন শিক্ষিত গ্রাম্যচাষী। বন্ধু মহিমের আহ্বানে রহিমুদ্দি তার স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বসিরকে নিয়ে শহরে মহিমের বাসায় বেড়াতে যায়। মহিম খুবই খাতির যত্ন করে রহিমুদ্দিদের। সে গান ভালোবাসত বলে মহিম রহিমুদ্দিকে উপহার দেয় একটি দিলরুবা। এছাড়া মহিম আরও দ্রব্যসামগ্রী উপহার দেয় রহিমুদ্দিদের। সেইসব উপহার সামগ্রী নিয়ে রহিমুদ্দি গ্রামে ফিরে এলে গ্রামবাসীদের মধ্যে জাগে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে চোর বলে ধরিয়ে দিতে গিয়েও সুবিধে করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ঘনাল দুর্ভিক্ষ। চাল দুর্লভ হল। মানুষ ঘটিবাটি জমিজমা বেচতে শুরু করেছে। রহিমুদ্দির অবস্থাও সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। হাকিমুদ্দি তাঁর বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে রহিমুদ্দির পারিবারিক শত্রুতা বিদ্যমান। তাই রহিমুদ্দিরা সেখানে খেতে যায় না। উপবাসে দিন কাটে রহিমুদ্দির স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বসিরের। অবশেষে রহিমুদ্দি তার বউ ও ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় তার পিসী শ্বাশুড়ীর বাড়িতে। কিন্তু সেখানে তাদের জায়গা হল না। তারা ফিরে আসে। এবার রহিমুদ্দি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর পুত্রের কান্না সহ্য করতে না পেরে তাদের পাঠিয়ে দেয় হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায়। কিন্তু হাকিমুদ্দি তাদের খেতে দেয় নি। কারণ হিসেবে যুক্তি দাঁড় করায় যেহেতু রহিমুদ্দি চৌকিদারি ট্যাক্স দেয়; অতএব লঙ্গরখানায় যাওয়ার অধিকার নেই রহিমুদ্দিদের। কারণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে। অবশ্য হাকিমুদ্দি ফুলজানকে অভ্যর্থনা জানায় তার অন্দরমহলে চলে আসার। সেখানে গেলে ফুলজান খাবার পাবে। হাকিমুদ্দির বদমতলব বুঝতে পেরে ফুলজান তার আহ্বান ফিরিয়ে দেয়। ফুলজান অতঃপরে অভুক্ত হয়েই বাড়ি ফিরে আসে। এই কাহিনি শুনে রহিমুদ্দির তখন পাগলের মতো অবস্থা। সে ঘর থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তাতে তালাকনামা লিখে ফুলজানকে তালাক দেয়। এবার ফুলজান

তালাকনামা দেখিয়ে হাকিমুদ্দির বাড়ি গেল। এদিকে রহিমদ্দি ছেলে বসিরকে নিয়ে চলে এল শহরে মহিমের বাসায়। সে ভেবেছিল অগ্রহায়ণের ফসল ঘরে তুলতে পারলে ফুলজানকে সে ঘরে নিয়ে আসবে। ফুলজান হাকিমদ্দির বাড়িতে বাঁদীর জীবন কাটাতে লাগল।

ইতিমধ্যে চার মাস কেটে গেছে। দীর্ঘদিন মাকে না পেয়ে বসির চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ততদিনে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা কেটে গেছে। এবার স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় রহিমুদ্দি দেশে ফিরে এল। দেশের লোক রহিমুদ্দিকে এক ফকিরকে অর্থ দিয়ে ফুলজানকে নিকা করবার ব্যবস্থা নিতে বলল। ফকির ফুলজানকে বিয়ে করে তালাক দিলে আবার রহিমুদ্দি ফুলজানকে ফিরে পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য রহিমুদ্দির। হাকিমুদ্দি ফুলজানকে কিছুতেই ছাড়বে না। ক্রন্দনরত পুত্রকে দেখে ফুলজান তাকে কোলে তুলে নিলেও হাদিশ খেলাপ হবার ভয়ে সে চুপ করে থাকল। একদিন হাকিমুদ্দি তার লোকজন নিয়ে রহিমুদ্দির বাড়ির দিকে আসে, রহিমুদ্দি তখন নিজের মনে দিলরুবা বাজাতে বসে। দিলরুবা বাজাতে গেলে রহিমুদ্দি ছিঁড়ে ফেলল দিলরুবার তার। তখন রহিমুদ্দি সহসা ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। গ্রামবাসীরা হাকিমুদ্দিকে ফুলজানকে ছেড়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। এমনি সময় দরজা ভেঙ্গে দেখা গেল রহিমুদ্দি ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ফুলজান সেই দৃশ্য দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে-"রাগ করি কোন কাম কল্লুরে? হায়, হায়।" তারপর ফুলজান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। রহিমুদ্দির মৃতদেহের দিকে চেয়ে বলে-"জুড়াইছে? জুড়াইছে? আল্লা অ্যাঁয় কি জুড়াইছে?"

নাট্যকার তখন দৈববাণীর মতে বললেন-"এর উত্তর কিভাবে, কি ভাষায় কেমন করে সর্ব শক্তিমান শোনাবেন জগৎ আজ তাই জানবার জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে।" এখানেই নাটকের সমাপ্তি।" আসলে নাট্যকার জীবনকে পরিমাপ করতে চান এক অভিনব আদর্শ সামনে রেখে। নাটকের পটভূমিতে রয়েছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশের মানুষের জীবনের মূল্যবোধ নষ্ট করে দিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও অনাচার বাসা বেঁধেছে। দিকে দিকে মানুষ হয়েছে সর্বহারা। তবুও নাট্যকার এই সব মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন জীবনাদর্শের নতুন দিগন্ত নতুন পথ চলার নির্দেশ। ভয়কে কেমন করে অতিক্রম করা যায় 'ছেঁড়া তার' নাটক তারই পদচিহ্ন উপহার দিল। সেই দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে নাট্যকার এই নাটকের কাহিনি বিন্যাস ঘটিয়েছেন। সেই কাহিনি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর কেন্দ্রবিন্দুতে সমস্ত দেশ যখন দিশাহারা, অনাহার হাহাকার ও অসহায়তা যখন সব কিছু গ্রাস করতে উদ্যত, তখন রহিমুদ্দি ও ফুলজানের পারিবারিক জীবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, তারই মর্মবিদারী নাট্যকাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে তিন অঙ্কের এই নাটকে। নাটকটিতে আছে নয়'টি দৃশ্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা তিনটি করে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। **(১০০ শব্দের মধ্যে)**

৩.৪ 'ছেঁড়া তার' চরিত্র নির্মাণ

নাটকের ষড়ঙ্গের একটি বিশেষ অংশ হল 'চরিত্র', যাকে শেক্সপীয়র মতাদর্শ অনুযায়ী নাটকের প্রাণ, আর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের স্রষ্টা গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্ততল প্লটকে নাটকের প্রাণ হিসাবে স্বীকৃতি জানালেও তিনি নাট্য চরিত্রকে বিশেষ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। মতানৈক্যের কথা ছেড়ে দিয়েই বলতে হয় একটি নাটকের সাফল্যের গুরু দায়িত্ব নির্ভর করে নাটকটির চরিত্র নির্মাণের সফলতার উপর। ফলত যেকোনো সফল নাট্যকারই একটি সুষ্ঠু নাট্যপ্লট গ্রন্থনার পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণের উপরও বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বিশেষ শিল্পী মানসিকতার উত্তরাধিকারী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তুলির সূক্ষ্ম টানে যেমন চিত্রশিল্পী একেকটি মানুষের জীবন অপূর্ব ক্যানভাসে বিন্যস্ত করে তুলেন, তেমনি নিপুণ লেখনি চালনায় তুলসী লাহিড়ী মানব চরিত্রের অন্তরঙ্গ দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। 'ছেঁড়া তার'-এর চরিত্রগুলির দিকে তাকালে তার পরিচয় মিলবে। এই নাটকে প্রধান চরিত্র হল দু'টি-রহিমুদ্দি ও ফুলজান। এরাই নাটকের নায়ক ও নায়িকা। খলনায়কের ভূমিকায় আছে হাকিমুদ্দি। এই তিনটি চরিত্র ছাড়া আছে আরও অনেক চরিত্র। যেমন মহিম, প্রেসিডেন্ট, শ্রীমন্ত, সরেমামুদ, গোবিন্দ, কানা ফকীর, দারোগা, কুকড়া ও শিয়ালু। প্রথমেই বলা যাক নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দির কথা। তাই নাটকের চরিত্রগুলোকে মুখ্য ও গৌণ চরিত্র— এই দু'টি বিশেষ ভাগে ভাগ করে পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হবো।

ক) মুখ্য চরিত্র— আলোচ্য নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. কেন্দ্রীয় চরিত্র বা প্রধান চরিত্র ২. সহকারী প্রধান চরিত্র।

১. কেন্দ্রীয় চরিত্র বা প্রধান চরিত্র— তুলসি লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান চরিত্র মূলত তিনটি, তারা হল রহিমুদ্দি, ফুলজান, হাকিমুদ্দি। এদের মধ্য রহিমুদ্দি ও ফুলজান হল প্রোটাগনিস্ট চরিত্র ও হাকিমুদ্দি হল অ্যান্টিগোনিস্ট চরিত্র। নিম্নে এই চরিত্রগুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তুলে ধরা হল।

১.১ রহিমুদ্দি

রহিমুদ্দি 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান বা নায়ক চরিত্র। নায়ক সেই চরিত্রকেই বলা যায়, যাকে ঘিরে মূল নাটকীয় দ্বন্দ্ব দানা বাঁধে। নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে নাটক পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়। নাটকের প্রারম্ভে রহিমুদ্দিকে তার বাল্যজীবনের অনুষঙ্গে অঙ্কিত করা হয়েছে। নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, রহিমুদ্দির পিতা ছিলেন স্বার্থপর হাকিমুদ্দির চক্রান্তে সর্বশান্ত হওয়া একজন সাধারণ কৃষক। যার ফলে রহিমুদ্দিরা দরিদ্র কৃষকে পরিণত হয়। একসময় স্কুলের ফার্স্টবয় রহিমুদ্দি দারিদ্র্যের কশাঘাতে তার লেখাপড়া বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলত স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে চাষের কাজে মন দিতে হয়। রহিমুদ্দি সংসারী হয়েছিল একটু বেশি বয়সে; স্ত্রীর নাম ফুলজান ও একমাত্র ছেলের নাম বসির। পুত্রকে কেন্দ্র করে রহিমুদ্দি ও ফুলজানের সুখের সংসার।

ছোটোবেলা থেকেই রহিমুদ্দি গানবাজনার প্রতি অনুরক্ত। সে গান গাইতে না পারলেও দোতারা বাজাত। তার গানবাজনার প্রতি অনুরাগের কথা মনে করে তার ছোটবেলার স্কুল জীবনের সহপাঠী বন্ধু

মহিম তাকে উপহার দিয়েছিল একটি দিলরুবা। কিন্তু দুর্ভাগ্য রহিমুদ্দির। প্রবল খাটুনির চাপে তার সংগীত সাধনা বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে তার মনে জমা হয় অভিমান আর হতাশা। তবুও সে হারায়নি তার মার্জিত ব্যবহার, সৌন্দর্য চেতনা আর সেই সঙ্গে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। রহিমুদ্দি ফুল ভালোবাসত। গ্রাম্যচাষীর জীবনে ফুল, গান আর বাজনার অবসর মেলে না। মনের খেদ নিয়ে তার দিন চলে। কিন্তু গ্রামের অন্য চাষীদের সঙ্গে তার ব্যবহার খুব মধুর সৌজন্যে ভরা। যদিও রহিমুদ্দি এদের ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে যে সচেতন, সেকথা তার উক্তিতে ধরা পড়ে 'মানুষগুলোর হাত পাও মাথা সব আছে কিন্তু কাঁয়ো পুরা মানুষ নয়।' রহিমুদ্দির এই উপলব্ধি থেকে বোঝা যায় যে, পুরো মানুষ হাতে গেলে যে সব সম্পদের অধিকারী হতে হয়, তা তাদের ছিল না। বলা বাহুল্য, এই সম্পদগুলো হল-আত্মমর্যাদাবোধ, শত দুঃখের মধ্যেও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে স্থিত হওয়া, লোভ পরিত্যাগ করা, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা করা।

যদিও রহিমুদ্দি কেবলমাত্র গ্রাম্য চাষী হয়েই থাকতে চায়নি। সে বহির্বিশ্বের খোঁজ নিতে চায়। সে ফুলজানের সঙ্গে যখন নিভৃত আলাপ করে তখন তার কথাবার্তায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কলকাতা থেকে ফুলজানের জন্য আসা জুতা পরিধানকে কেন্দ্র করে রহিমুদ্দি বোঝায় সভ্যতার বিবর্তনের কথা। আসলে রহিমুদ্দি গরীব হতে পারে, কিন্তু যথার্থ মানুষ। এহেন রহিমুদ্দি চরম বিপাকে পড়ল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। কিন্তু সব ভালো যেমন সবার কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় না, তেমনি রহিমুদ্দির প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠে হাকিমুদ্দি। হাকিমুদ্দি নানাভাবে চেষ্টা করে কেমন করে রহিমুদ্দিকে মিথ্যাজালে জড়িয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কিছুতেই সে রহিমুদ্দিকে বাগে পায় না। অবশেষে সে রহিমুদ্দিকে বাগে পেল দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবে। এই দুর্ভিক্ষের কবলে রহিমুদ্দি বাধ্য হয় হাকিমুদ্দির চক্রান্তে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে। পরবর্তীতে জীবনের এই চরম বিপর্যয় থেকে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

রহিমুদ্দির চরিত্রে দুটি উপাদান-প্রবল ভাবাবেগ ও বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে সে জগৎ সংসারের ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রহিমুদ্দির ভাবাবেগ প্রবণতার কাছে হার মেনেছে তার বুদ্ধির প্রখরতা। স্ত্রীর মুখে অন্ন জোগাতে না পারার ব্যর্থতা সে দূর করে দিতে চেয়েছিল ফুলজানকে তালাক দিয়ে। এই ভাবাবেগের তাড়নায় সে ডেকে এনেছে নিজের অজান্তেই তার নিষ্ঠুর পরিণতি। হদীজ খেলাপের ভয়ে যখন ফুলজান কোনোক্রমেই রহিমুদ্দির ঘরে প্রবেশ করবে না বলে জানায়, তখন রহিমুদ্দি ফুলজানকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব রহিমুদ্দির প্রবল ভাবাবেগজনিত বিভ্রান্তি থেকে এসেছে। ধর্মীয় সংস্কার থেকে যেমন ফুলজান ঊর্ধ্বে নয়, তেমনি এই সংস্কারের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা স্বয়ং রহিমুদ্দিও। ভাবাবেগ ও যুক্তি উভয়ের টানাপোড়েনে দ্বিধাজর্জর রহিমুদ্দি নিজের ধ্বংসের পটভূমি তৈরি করেছে নিজেকে ফাঁসির দড়ির কাছে সমর্পণ জানিয়ে। তার দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়াটা সেই পটভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার ট্রাজিক মহিমা ব্যক্ত করে। হাকিমুদ্দির কাছে কখনই সে হারতে চায়নি। এখানেই তার পৌরুষের অহংকার। আবার এই অহংকারবশত রহিমুদ্দির তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করেছে। রহিমুদ্দি গ্রাম্যচাষী হলেও একজন

আধুনিক ভাবনার মানুষ। এই আধুনিক মানুষের ভাবনা স্বয়ং নাট্যকারের। সেই দিক থেকে রহিমুদ্দি বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

১.২ ফুলজান

আলোচ্য নাটকে ফুলজান রহিমুদ্দির স্ত্রী এবং বসিরের মা। সে সরল ধর্মভীরু এক গ্রাম্য নারী। তার শহর থেকে আসা জুতো পরার অমতে তার সরল মন মানসিকতা প্রকাশিত। গ্রামে বাস করে রহিমুদ্দি শহরের স্বপ্ন দেখে। অবশ্য, ফুলজানের চোখে এই স্বপ্ন জাগে না। সে জানে সে পুরোমাত্রায় একজন গ্রাম্যচাষীর ঘরের বউ। ফুলজান সর্বতোভাবে বাস্তববাদী এক চরিত্র। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় যখন ক্ষুধার অন্ন অমিল, তখন দিশাহারা রহিমুদ্দি স্ত্রী ও পুত্রকে পাঠিয়ে দেয় ফুলজানের ফুফার কাছে। কিন্তু ফুফার বাড়ি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে ফুলজান। তার ছেলে বসির কতদিন অভুক্ত। এই সন্তানকে নিয়ে ফুলজানের চিন্তার শেষ নেই। তার সন্তান বাৎসল্য যে কত গভীর তা এই ঘটনা থেকে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে স্বামীর আত্মমর্যাদা বোধ যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, সেদিকেও ফুলজানের সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু এই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে তার মাতৃত্ববোধ জয়ী হয় নিরুপায় হয়ে সে সিদ্ধান্ত নেয় হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায় সে তার ছেলেকে খাওয়াতে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেখান থেকে সে অপমানিত হয়ে ফিরে। উল্টো দিকে রহিমুদ্দি এই সমস্যার সমাধান হেতু তাকে তালাক দিলে ফুলজানের মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু হদীজ খেলাপের ভয়ে তাকে সেই তালাকনামা হাতে করে সে হাকিমুদ্দির বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে জায়গা করে নিল।

তালাকনামা হাতে পাওয়ার পর ফুলজানের জীবনে ঘটে গেল পর্বান্তর। হাকিমুদ্দির বাড়ি যাওয়ার আগে সে জেনে গেছে-আকালের দিনের অবসান ঘটলে স্বামী ও পুত্রকে ফুলজান পুনরায় কাছে পাবে। কিন্তু যে ঘর সে আর রহিমুদ্দি আশায় ও ভালোবাসায় গড়ে তুলেছিল সেই ঘর যে এই মুহূর্তে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল, তা সে মানতে পারে না। সে এখন কুলহারা এক নারী। তবুও তার মনের কাছে বাসা বেঁধে আছে স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে পুনর্মিলনের আশা। এরপরের ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। তালাকনামা লিখে দেওয়ার সময় রহিমুদ্দি ভাবেনি, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যেমন সোজা, সেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাবার পথ তেমনি দুর্গম। একসময় রহিমুদ্দি কানা ফকিরকে ধরে ফুলজানকে নিকা করতে অনুরোধ করে, ফুলজানকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার আশায়। কানা ফকির রাজি হলেও তার দরকষাকষির বহর দেখে রহিমুদ্দি হতাশ। ফলত স্ত্রীকে ফিরে পাবার বাসনায় রহিমুদ্দি তখন দিশাহারা। সে প্রস্তাব দেয় ফুলজানের কাছে, তাকে নিয়ে রহিমুদ্দি পালিয়ে অজানা জায়গায় চলে যাবে। কিন্তু ফুলজান কিছুতেই তাতে রাজি নয়। তার ভয়, তাহলে হদীজ খেলাপ হবে। এই সময় ফুলজানের হৃদয় দ্বন্দ্ব বিক্ষত হয়। তার মধ্যে জাগে শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্ব। তার কাছে শ্রেয়র মর্যাদা অধিকতর হয়ে উঠল প্রেয় অপেক্ষা। নানা ঘটনা সংঘাতে মুহূর্তের ভাবাবেগে রহিমুদ্দি যে সিদ্ধান্ত নেয় আত্মবলিদানের। তার নিষ্ঠুর পরিণতি ফুলজানের বিহলতা দ্বিগুণিত হয়ে দেখা দেয়। রহিমের শোচনীয় অপচয় ফুলজানকে স্তব্ধ ও নির্বাক করে দেয়। রহিমুদ্দির ফেলে যাওয়া ঘর আবার ফিরে পাবে

ফুলজান। কিন্তু এই ঘরে ফুলজান চিরকালের জন্য হারাল তার প্রিয়তম স্বামী রহিমুদ্দিকে। রহিমুদ্দি হীন ঘর ফুলজানের কাছে মূল্যহীন। ফুলজান তাই বেঁচে থেকেও সর্বহারা। তার করণ প্রতিমূর্তি ট্রাজিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

১.৩ হাকিমুদ্দি

হাকিমুদ্দি 'ছেঁড়া তার' নাটকের খল চরিত্র। খলনায়ক নাটকের নায়ক চরিত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। নাট্য পরিভাষায় সে অ্যানটাগোনিস্ট (Antagonist), তাই সে নায়কের প্রতিপক্ষ। আলোচ্য নাটকের পটভূমিতে রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কুখ্যাত মন্বন্তর। এই পটভূমিতে সুবিধালোভী হাকিমুদ্দির রহিমুদ্দির সচ্ছল জীবনযাত্রা দেখে চোখ টাটায়। রহিমুদ্দির সঙ্গে সে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়। রহিমুদ্দির পিতা সিধা সহজ মানুষ ছিল বলে তাকে অনায়াসে ঠকিয়েছে হাকিমুদ্দি। রহিমুদ্দিকে সেভাবে ঠকাতে পারে না বলে হাকিমুদ্দির রাগ। এছাড়াও হাকিমুদ্দির অসৎ কার্যকলাপ রহিমুদ্দি বুঝতে পারে বলে সে রহিমুদ্দিকে পদে পদে শায়েস্তা করতে চায়। রহিমুদ্দি দ্বারা অপমানিত হাকিমুদ্দি সুযোগ খোঁজে কেমন করে রহিমুদ্দিকে বিপদে ফেলা যায়। অবশেষে সেই বিপদ ঘনিয়ে এল একটি চুরির ঘটনায়। হাকিমুদ্দি চেয়েছিল থানার দারোগাকে দিয়ে রহিমুদ্দিকে জেলে ঢোকাবে। কিন্তু হাকিমুদ্দির যাবতীয় কূটচক্রান্ত ব্যর্থ হল। গরীব চাষীর ঘরে দামী দিলরুবা কেমন করে এল এই মামলা ব্যর্থ হলে হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে জব্দ করার জন্য চুরি হওয়া বাড়ির একটি কাগজ কুকড়ার সাহায্যে রহিমুদ্দির ঘরের মেঝেতে রেখে যায়। কিন্তু সেই কাহিনিও ফাঁস হয়ে যায় অনুসন্ধানের দ্বারা। রহিমুদ্দি বেকসুর খালাস পায়।

হাকিমুদ্দিকে আমরা দেখি নাটকের কাহিনির দু'টি পর্বে। প্রথম দুর্ভিক্ষ শুরুর পূর্ববর্তী কালে। আর দুর্ভিক্ষের করাল আবির্ভাবে। প্রথম পর্বে দেখা গেছে সে নিয়ত রহিমুদ্দির প্রতি বিদ্বেষবশত তারই সুযোগ সন্ধানে আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই রহিমুদ্দির সামগ্রিক পরাজয়ের জন্য দায়ী। তাই নাট্যশেষে গ্রামের লোকেরা হাকিমুদ্দিকে টেনে নিয়ে আসে রহিমুদ্দির বাড়িতে। হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবার মতলব আঁটছিল। কিন্তু রহিমুদ্দির শুভানুধ্যায়ী গ্রামবাসী হাকিমুদ্দির এই অপকর্মের পথে প্রবল বাধা আরোপ করেছে। অবশ্য নিয়তির কাছে পরাজিত হয় রহিমুদ্দি। সে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিল। কিন্তু সে জীবিতবস্থায় কোনদিন হাকিমুদ্দির কাছে হার স্বীকার করেনি। এখানেই রহিমুদ্দির কাছে হাকিমুদ্দির পরাজয়। খলনায়ক শেষপর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। হাকিমুদ্দিও হয়েছে। এই চরিত্র সৃষ্টি করে তুলসী লাহিড়ী দেখাতে চেয়েছেন মানবতার শত্রুরা জিততে পারে না।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকের নায়ক কে? তাঁর চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২. সহকারী প্রধান চরিত্র

২.১ মহিম

'ছেঁড়া তার' নাটকে মহিমের পরিচয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাধারণ প্রতিনিধিত্বেই শেষ হয়ে যায়নি। নাটকীয় তাৎপর্যেও উপস্থাপিত। মহিম চরিত্রটি রহিমের বন্ধু হয়ে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে ঘটনার উৎপাদক, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত সে ঘটনা সম্প্রসারিত। মহিমের উৎসাহে কেনা শাড়ি জুতো দিলরুবা ইত্যাদির দ্বারা তৃতীয় দৃশ্যে রহিম-ফুলজানের প্রেম যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, আবার রহিমের জীবনে সংকটও উপস্থাপিত। মহিম-রহিমের বন্ধুত্বের নাট্য প্রয়োজন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে রহিমের তালাক দানের পরবর্তী সময়ে। নাট্য ঘটনাকে চারমাসে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মহিমের আশ্রয়ে রহিমকে থাকতে হয়। মনে রাখতে হবে, এই চারমাস অতিবাহনের কারণে রহিম ফুলজানকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে নিকার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে এবং নিকার কারণে নাটকের শেষ পর্বে সংকট তীব্র হয় যার পরিণতি রহিমের আত্মহত্যা। শুধু তাই নয় মহিমের সংস্পর্শেই রহিমের হঠকারী মানসিকতা, প্রতিভা, শিল্পিত রুচি, বুদ্ধির পরিচয় ও জীবনেতিহাস প্রকাশ পায়।

মহিমের বোধ সুশান্তর মতো উপর-উপর নয়। জীবনকে দেখার চেষ্টা জানার প্রয়াস তার মধ্যে আছে। তবু মহিমের একটি সংলাপ আমাদের পরিপন্থী ভাবনায় পৌঁছে দিতে পারে —

> "মহিম। শোন রহিম। যাঁরা ধর্মের বিধান দেন, যাঁদের বিধান মেনে জগতের কোটি কোটি লোক শান্তি পায়, তাঁরা মহামানব এবং অসাধারণ বলেই ত' তাদের দেবতা বলে লোক শ্রদ্ধা করে।"

—মহিমের মধ্যে ভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও অজ্ঞতা আছে। মহিমের মধ্যে এজাতীয় বোধ আশাই করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, মহিম যদি অজ্ঞ হয় – তার শিক্ষা দিয়ে ব্যাপারটিকে জানার চেষ্টা কেন করেনি। করলে হয়ত রহিমকে আত্মহত্যা করতে হত না। আসলে মহিমের এই ভাবনার অন্তরালে রয়েছে মধ্যবিত্তীয় নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকা মানসিকতা। এখানে মহিম রহিমুদ্দির পরম বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি এড়িয়ে গেছে মহিম। অবশ্য মহিমের আলোচ্য সংলাপটিতে মহিমের আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও পরমধর্ম সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাবোধটুকু প্রত্যাশিত, কিন্তু তার কাছে সক্রিয়তা দাবি করলে নাট্যগতি ভিন্নপথে যেত, বদলে যেত কাহিনির পরিণতি, পরিকাঠামো পর্যন্ত। কিন্তু লক্ষণীয় এরপরেই মহিম কিন্তু গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ দেখা যায় নাটকের গতি কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে আছে মহিম চরিত্রটির উপর। আর এজন্যই মহিম চরিত্রটি অনিবার্য না হলেও অপরিহার্য— নাট্যগতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত।

২.২ শ্রীমন্ত

'ছেঁড়া তার' নাটকে বেশ কয়েকটি চাষী চরিত্র আছে। এই চাষীদের মধ্যে গোবিন্দ, শ্রীমন্ত অন্যতম। রহিমুদ্দির একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হল শ্রীমন্ত। রহিমুদ্দির বুদ্ধি এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রতি তার আছে সুগভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে রহিমুদ্দির মত তার নেই বিদ্রোহী মনোভাব, বুদ্ধির প্রখরতা এবং ব্যক্তিত্ব। সে প্রকারান্তরে আপসপন্থী। কোনও প্রবল পরাক্রান্ত কূটচক্রীর বিরুদ্ধে যেতে তার দ্বিধা চোখে পড়ে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা শ্রীমন্তকে প্রথম প্রত্যক্ষ করি। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য অমিল হলে রহিমুদ্দির শহরে যাওয়ার কথাকে সমর্থন দেয় স্বয়ং শ্রীমন্ত। সে কপালের লিখনকে মান্য করে। কর্মফলের উপর গভীর ভরসা তার। আবার রহিমুদ্দি গ্রামে ফিরে এলে তাকে সান্ত্বনা দেয় শ্রীমন্ত। রহিমুদ্দির ছেলে বসিরের অসুখ সেরে যাবে, সে তার বউ ফিরে পাবে এইসব সান্ত্বনা বাক্য শ্রীমন্ত উচ্চারণ করে। ফুলজানের নিকা নিয়ে শ্রীমন্ত খুবই চিন্তিত হয়। তার চিন্তার কারণ হাকিমুদ্দি। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাকিমুদ্দি নিকার ব্যাপারে বাগড়া দিতে চাইলে তাকে সে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

বন্ধুর বিপদের দিনে শ্রীমন্ত দীপ্ত সাহসে উৎসাহিত হয়। চরম ঝুঁকি নিতেও তার কোন দ্বিধা নেই। সে যে কতখানি রহিমুদ্দিকে ভালবাসে তা এই ঝুঁকি নেবার মধ্যে ধরা পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য শ্রীমন্তের। সে শেষপর্যন্ত তার বন্ধুকে রক্ষা করতে পারেনি। শ্রীমন্ত 'ছেঁড়াতার' নাটকের প্রধান পার্শ্বচরিত্র। সে তার ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

২.৩ গোবিন্দ

গোবিন্দ গ্রামের নিরক্ষর হিন্দুচাষী। নাট্যকার গোবিন্দকে পরম সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা প্রথম দেখি গোবিন্দকে। সে কালী নাচনের সং-এর দলের অন্যতম। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও সে তার কৌতূক প্রিয় হৃদয়টি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হাকিমুদ্দিকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশার তারও সম্মতি আছে। তাকে নিয়ে রহিমুদ্দি গান বেঁধেছে শুনে গোবিন্দ আনন্দ পায়। রহিমুদ্দিকে গোবিন্দ 'রহিমভাই' বলে সম্বোধন করে। রহিমুদ্দির বত্রিশ টাকা দিয়ে কেনা দিলরুবা দেখে গোবিন্দ বিস্মিত হয়। তার মুখেই শোনা যায় গ্রামের এক বাড়িতে চুরির অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে। রহিমুদ্দিকে বাঁচাতে চায় গোবিন্দ। সে দুর্ভিক্ষের দাপটে বিপর্যস্ত মানুষের দুঃখে কাতর হয়। অথচ এইসব মানুষের উপর হাকিমুদ্দির শয়তানী শঠতা গোবিন্দর কাছে অসহনীয়।

গোবিন্দ রহিমুদ্দির যাবতীয় দুঃখকষ্টের খবর রাখে। এই রহিমদ্দি যখন শহরে যেতে মনস্থ করে তখন গোবিন্দ বিমর্ষ বোধ করে। লঙ্গরখানায় গিয়ে পেট ভরাবার দিন আসছে জেনে তার বিমর্ষতা আরও বেড়ে যায়। মজুতদারি করে কতলোক বিস্তর অর্থের মালিক হয়ে গেল দেখে গোবিন্দর অবাক হবার পালা। মানুষগুলো সব জানোয়ার হয়ে গেল। সে গান বাঁধে আকালের কষ্ট নিয়ে-

ভুল না রেখ মনে বাঁচবে যতকাল
সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল।

গোবিন্দকে দেখা যায় নাটকের শেষ দৃশ্যে। ফুলজানের সঙ্গে কানাফকিরের নিকার ব্যাপারে বাধা দানের চেষ্টা করায় গোবিন্দ ক্রোধে ফুঁসে ওঠে। সে হাকিমুদ্দিকে সরাসরি বলে "তোর দ্যাওয়ানী বরির শয়তানী আইজে শ্যাষ।"

তার শেষ কথা শয়তানের কখনও জিৎ হয় না। গোবিন্দ নাটকের প্রায় সবখানি জুড়ে আছে। তার দাবী অভাবী চাষা হলেও নিজের মনের আনন্দে দিন কাটায়। কিন্তু রহিমুদ্দিকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে। সেই রহিমুদ্দির দুর্দিনে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে তার কার্পণ্য ছিল না। সে হাকিমুদ্দির শয়তানীর বিরুদ্ধে সরব হয়। এখানেই তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সততার প্রমাণ মেলে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকের যেকোনও দুজন চাষী চরিত্র নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন। **(২০০ শব্দের মধ্যে)**

৩.০ গৌণ চরিত্র

৩.১ সরেমামুদ

সরেমামুদ রহিমুদ্দির গ্রামের একজন মুসলমান চাষী। সে রহিমুদ্দির একজন শুভাকাঙক্ষী। তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আকালের জ্বালায় রহিমুদ্দি তার স্ত্রী ফুলজানকে তালাক লিখে দিয়ে যখন ছেলে বসিরকে নিয়ে শহরে চলে যায়, তখন তার ঘরবাড়ি জমিজমার দেখাশোনার দায়িত্ব সে সরেমামুদ ও শ্রীমন্তের উপর দিয়ে যায়। রহিমুদ্দি গ্রামে ফিরে এলে তার চোখে জল দেখে সরেমামুদ সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে উঠে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে জানায় 'মোর বোঁটাও মরি গেইছেরে রহিম।' এই কথা বলে সরেমামুদ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল বৌ-এর শোকে। তবে মুহূর্তের মধ্যে শোক ভুলে সে রহিমুদ্দির জন্য তার বাড়ি থেকে নাস্তা আনতে চলে যায়। এর দ্বারা রহিমুদ্দির প্রতি তার সহৃদয়তার পরিচয় মেলে। সরেমামুদ চায় ফুলজান আবার ফিরে আসুক রহিমুদ্দির কাছে। গাঁয়ের সবলোক একজোট হয়েছে রহিমুদ্দির ব্যাপারে। ফুলজানকে ঘরে নিতে গেলে যদি কোনও প্রতিরোধের দরকার পড়ে, তবে তার জন্য অন্য গ্রামবাসীর সঙ্গে সরেমামুদও প্রস্তুত। পক্ষান্তরে হাকিমুদ্দির শয়তানী মতলব সম্পর্কেও সরেমামুদ সতর্ক।

৩.২ শিয়ালু

শিয়ালু হাকিমদ্দির পরিচালক কুকড়ার পিতা। সেও তার প্রভুর জন্য অনেক অপকর্ম করেছে। প্রভুকে সেবার স্বার্থে তার কৃত অপকর্মের তালিকায় রয়েছে মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা এবং জেলে যাওয়া। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, এত নিষ্ঠা সহকারে সেবা করেও সে হাকিমুদ্দির মন পায়নি। হাকিমুদ্দির ধারণা হয় সেও হাকিমুদ্দির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তার বিপদের দিন হাকিমুদ্দি তাকে ধান দিতে রাজি টিপসইয়ের মাধ্যমে। শিয়ালুর প্রতি তার আর আস্থা নেই। অথচ হাকিমুদ্দির জন্য ডাকতির দায়ে জেল

খাটছে কুকড়া। সে নিজে গিয়ে হাকিমুদ্দিকে জেল যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কুকড়ার বেইমানি নিয়ে হাকিমুদ্দি সরব হয়। কিন্তু শিয়ালুও তখন বেপরোয়া। সে হাকিমুদ্দিকে শাসানি দিয়ে বলে, 'তোমারও বিচার হইবে। কিয়ামতের রোজ।' হাকিমুদ্দি তখন কুদরৎকে বলে শিয়ালুকে কান ধরে বার করে দিতে। চলে যাবার সময় সে হাকিমুদ্দিকে অভিশাপ দেয়।

৩.৩ কুদরৎ

কুদরৎ হাকিমুদ্দির নিষ্ঠাবান সেবক। কুদরৎকে দিয়ে হাকিমুদ্দি গোপন সংবাদ আদানপ্রদান করে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা কুদরৎকে দেখি। সে তার প্রভুর খুব বিশ্বস্ত। হাকিমুদ্দি কুদরৎকে পাঠিয়েছিল গ্রামে কোথায় তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, সেই সব খবর কুদরৎ নিষ্ঠাভরে সংগ্রহ করেছে। গোবিন্দ ও রহিমুদ্দি সম্পর্কেও গোপন খবর সংগ্রহ করে এনে হাকিমুদ্দিকে জানায় কুদরৎ। কুদরৎ তার প্রভুকে পরামর্শও দেয়, গোলা থেকে ধান বের করে বাড়ির গোপন স্থানে সরিয়ে ফেলতে।

৩.৪ সহরুল্লা

সহরুল্লাও হাকিমুদ্দির আরেক নিষ্ঠাবান সেবক; সে হাকিমুদ্দির বাড়ির গোপন স্থানে গোলার ধান মজুত করতে কুদরৎ-এর সঙ্গে হাত লাগায়। কুদরৎ এবং সহরুল্লা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে হাকিমুদ্দির জন্য। গ্রামে নতুন নতুন সব মানুষের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। একথা সহরুল্লার কাছ থেকে জানা যায়। ফলত আলোচ্য নাটকে সহরুল্লা নিছকই একজন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান সেবক। কিন্তু কুদরৎ শুধু সেবক নয় প্রভুর পরামর্শ দাতা। তার কূটবুদ্ধি হাকিমুদ্দির কাছে পথ নির্দেশের কাজ করেছে।

৩.৫ কুকড়া

কুকড়া হাকিমুদ্দির নির্ভরযোগ্য পরিচারক। রহিমুদ্দিকে জব্দ করার জন্য তাকে চুরির দায়ে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চায় হাকিমুদ্দি। এ ব্যাপারে তার প্রধান সহায়ক কুকড়া। এ কাজ সে করেছিল হাকিমুদ্দির পরামর্শে কিন্তু আইনি জেরায় সে তা স্বীকার করে না উল্টে নিজের দোষ মেনে নেয়। ফলত এই অপকর্মের জন্য জেল হল কুকড়ার।

৩.৬ কানাফকির

'ছেঁড়াতার' নাটকের একটি ঘৃণ্যচরিত্র হল কানাফকির। তাকে নাটকের প্রথম পর্বে দেখা যায় হাকিমুদ্দির স্বপক্ষে ওকালতি করতে। কানা ফকিরকে পরে দেখা গেছে নাটকের অন্তিমপর্বে। এই ফকিরকে বলা হয়, সে ফুলজানকে নিকা করে যথাসময়ে তাকে তালাক দেবে। তবেই রহিমুদ্দির পক্ষে পুনরায় ফুলজানকে নিকা করার পথ সুগম হবে। তার জন্য কানা ফকির রহিমুদ্দির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। কিন্তু সে আরও দশটাকা দাবি করে। রহিমুদ্দির শুভানুধ্যায়ীরা আর কোন অর্থ দিতে রাজি নয় ফকিরকে। ফকির বিনিময়ে ফুলজানকে নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করলে রহিমুদ্দির কানে তা ভাল লাগেনি। সে তাড়িয়ে দেয় কানা ফকিরকে। তার স্ত্রী অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হবে একথা রহিমুদ্দি চিন্তার মধ্যে আনতে

পারল না। কানা ফকির নাটকের পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। তার নাটকীয় উপস্থিতি তাই লক্ষণীয় ভাবে বর্তমান।

৩.৫ 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ

নাটকের প্রধান সম্পদ তার সংলাপ। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নাটকীয় পরিণতি সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত হবার সুযোগ পায় সংলাপের মাধ্যমে। সংলাপের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অ্যারিস্টটল সংলাপকে নাটকের অন্যতম উপাদানের অন্তর্গত করেছেন। সংলাপ যে নাটকের প্রাণস্বরূপ তা এখন স্বীকৃত সত্য। সংলাপের এই গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ রচনা কতখানি নাট্যপ্রয়োগ কর্মের সহায়ক হয়েছে। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল, সংলাপ রচনায় তুলসী লাহিড়ীর নাট্য প্রতিভার সুগভীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নাটকে যেমন শহুরে শিক্ষিত নরনারী আছে, তেমনি আছে গ্রাম্য নরনারী। এইসব গ্রাম্য চরিত্র সৃষ্টিতে তুলসী লাহিড়ীর ক্ষমতা ছিল সহজাত। কেননা তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার মানুষ ছিলেন তিনি। রংপুরের প্রচলিত ভাষা কামরূপী উপভাষা। তুলসী লাহিড়ী তাঁর নাটকে গ্রাম্য মানুষের চরিত্র আঁকতে গিয়ে এই কামরূপী উপভাষার সংলাপ রচনাকে প্রাধান্য দেন। কেননা আঞ্চলিক ভাষাতেই সেইসব অঞ্চলের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে। আধুনিক কালে আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন।

ছেঁড়াতারা নাটকের সংলাপে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অঞ্চল হল বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের জেলা রংপুর। তাই নাটকে রংপুরের বিশিষ্ট বাক্ বিন্যাস ও শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। তার ফলে চরিত্রগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংলাপ বাস্তব হওয়ার সঙ্গে চরিত্রগুলিও হয়েছে জীবন্ত। তুলসী লাহিড়ী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের পক্ষে সর্বদাই ছিলেন আন্তরিক। ছেঁড়া তার নাটকের প্রায় সমস্ত চরিত্রই উত্তরবঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য পরিবেশের সন্তান। শুধু মহিম চৌধুরী উচ্চ শিক্ষালাভ করে উচ্চ সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ায় তার মুখের সংলাপে শহরের শিষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকের অন্যান্য সব চরিত্রই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার ক্রিয়া, ধাতু, বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহার নিখুঁত। নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম রহিমুদ্দি ও হাকিমুদ্দি। রহিমুদ্দির প্রতি ছিল হাকিমুদ্দির জাতক্রোধ। হাকিমুদ্দি গ্রামের মোড়ল, তার সচ্ছল অবস্থা। কিন্তু সে কখনও রহিমুদ্দিকে বাগে আনতে পারে না। রহিমুদ্দি যখন হাকিমুদ্দিকে বলে, সে তার বাবাকে সহজ মানুষ পেয়ে ঠকিয়েছে, তখন হাকিমুদ্দি বলে-'কি কলু? মুই ঠক? মানুষ ঠাকাই?' রহিমুদ্দি ও হাকিমুদ্দির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উভয়ের চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে। একটি চুরির ঘটনায় হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করার দুরভিসন্ধি আঁটে। দারোগাকে সঙ্গে করে স্বয়ং হাকিমুদ্দি এসে হাজির হয়

রহিমুদ্দির বাড়িতে। কানা। ফকিরকে দেখিয়ে হাকিমুদ্দি দারোগাকে বলে-'এই ফকীরে কইলে, কাল রাতে নল্টন হাতে রহিমের দেখা পাছিল এই গোইল ঘরটার পিছে। কওরে, দারোগাবাবুক কও সব কথা।' এই ভাষার ব্যবহারে হাকিমুদ্দির গোপন অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়। সেই সঙ্গে রহিমুদ্দির সঙ্গে তার শত্রুতা পাঠকের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করে।

নাটকের প্রধান দু'টি চরিত্র রহিমুদ্দি ও ফুলজান। তাদের সুখের সংসারের চিত্র স্পষ্ট হয়েছে তাদের সংলাপে। ফুলজানের জন্য নতুন জুতা এনেছে রহিমুদ্দি। কিন্তু জুতা পায়ে দেবে না ফুলজান। সে বলে--'হামার গেরামের কোন বেটি ছাওয়াটা জুতা পিঁধে?' গ্রামের মানুষ জুতা পরে না, একথা শুনে রহিমুদ্দি বলে- 'হামার গেরামের কথা ছাড়। মানুষগুলার হাত পাও মাথা সবে আছে কিন্তুক কাঁয়ো পুরা মানুষ নয়।' রহিমুদ্দির কথা থেকে স্পষ্ট হয় সে তার গ্রামের মানুষের থেকে চিন্তা ভাবনায় অনেকখানি অগ্রসর। দুর্ভিক্ষের দিনে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে বাঁচাতে সে তালাক দেয় ফুলজানকে। ফুলজান রহিমুদ্দিহীন জীবন যে কল্পনায় আনতে পারে না। তার ধারণা রহিমুদ্দি রাগ করেই তালাক লিখে দিয়েছে। কিন্তু রহিমুদ্দি তাকে জানিয়ে দেয়— 'রাগ নয়। অ্যয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো। তুই আর মোর জরু নইস-লঙ্গড়খানায় যা-যেইঠে যা-দুইটা মাস জান বাঁচেয়া রাখ-বছিরেক্ নিয়া মুই এলায় চলি যামো-উয়ক্ বাঁচামো-।'

রহিমুদ্দি যে একজন দায়বদ্ধ পিতা ও স্বামী, সে বিষয়টি তার এই সংলাপে স্পষ্ট। কিন্তু একসময় পুনরায় সে ফিরে পেতে চায় ফুলজানকে। এই ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা যে কত করুণ, তার পরিচয় মিলবে রহিমুদ্দির কথায়— 'মোর ভুলে অনেক দুঃখু পালু ফুলজান। বাচ্চা থাকি তোর মাও বাপ নাই-পরের ভাতে খায়া কত দুঃখ পাছিস।' রহিমুদ্দির এই করুণ আবেদনে ফুলজানের হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠলেও সে সেই আবেদনে সদার্থক সাড়া দিতে পারেনি। কারণ তাতে হদীজ খেলাপ হবে। তাই যে ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে ছিল। তার চুপ করা দেখে রহিমুদ্দি পুনরায় বলে— 'ফুলজান। ফুলজান। রাও করিস না ক্যানে। কথা কইলে গুণাহ হয়? মাইনষের দিল তোর নয় ফুলজান। তোর দিল পাথর। কাবার তামিরখান গড়েয়া যে পাথর বাঁচছিল তাই দিয়া খোদা তোর দিল গড়াইছে।' এই অনুতপ্ত হৃদয়ের কান্না বুঝিয়ে দেয়, কত গভীর ভাবে ভালোবাসে রহিমুদ্দি ফুলজানকে। তখনই দিলরুবার তারে বেমকা টানপড়ায় সেই তার ছিড়ে যায়। আর রহিমুদ্দি উন্মাদের মত কেঁদে ওঠে। সে বলে "আল্লা। মোর যন্ত্র বাজিলয় না। আল্লা। তারখানি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল। আল্লা ওহো-হো।" তারপরেই জানা যায়, সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ফুলজান তখন হাহাকারে বিদীর্ণ হয়ে বলেছে— 'রাগ করি কোন কাম কল্লুরে? হায়, হায়।' রাগে দুঃখে ও অভিমানে রহিমুদ্দি আর পুনর্মিলনের মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেনি। জগৎ ও জীবনের প্রতি তার আর কোনও আশা আকাঙক্ষা ছিল না। তাই তার ট্রাজিক পরিণতি ঘনিয়ে আসতে দেরি করেনি।

রহিমুদ্দি ও ফুলজানের সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং মনোভাব তেমনি ঘটনার অগ্রগতির রূপরেখাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ছেঁড়া তার' নাটকে আছে আরও কিছু গ্রাম্য চাষী। তারা হল শ্রীমন্ত, গোবিন্দ ও সরেমামুদ। শ্রীমন্ত রহিমুদ্দিকে হাকিমুদ্দি বিষয়ে সতর্ক করে বলে 'মানুষটা সহজ নয়রে। দারোগা নিসপিটার নব ত্যালেয়া ত্যালেয়া হাত কইছে। এবার নজর আলী মাকন্দক হটেয়া অ্যয় প্রেসিডেন্ট হইবে। বুদ্ধি উয়ার জবের চোখা।' অন্যদিকে গোবিন্দ একজন গান পাগল চরিত্র। শ্রীমন্তের মত সেও রহিমুদ্দিকে ভাল বাসে। কিন্তু যখন সে বোঝে গ্রামে থেকে কোনও সুরাহা হবে না তখন সে স্থির করে শহরে চলে যাবে। সে বলে, 'মুইত দ্যাশান্তরি হয়া সহরে য়াবার মন কচ্ছি।' অভাবে সে তার স্বভাব নষ্ট করতে চায় না। এখানেই তার চরিত্রের পরিচয় স্পষ্ট হয়। এইভাবে ছেঁড়া তার নাটকের বিভিন্ন জনের মুখে কামরূপী উপভাষা স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপে কামরূপী ভাষা ব্যবহার দৃষ্টান্তসহ ফুটিয়ে তুলুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি বিষয়ে অবগত হয়ে দুর্ভিক্ষের কারণে বাংলার কৃষিজীবী সমাজের শোচনীয় অবস্থার চেহারা ফুটে উঠেছে। সে বিষয়ে জানতে পারলাম।
- 'ছেঁড়া তার' নাটক আশ্রয়ে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে ধর্মের প্রভাব ফুলজানের ধর্মভীরুতায় প্রকাশিত।
- কামরূপী উপভাষার ক্রিয়া, কর্ম আদি ব্যাকরণ গত আদল অনেকাংশেই নাট্যকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।
- উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাট্যকার এই নাটকের চরিত্রগুলোর মাঝে গ্রাম্য সুবাস রাখতে পেরেছেন, আসলে এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুবাদে তিনি এটা দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

৩.৭ অতিরিক্ত পঠন

গোস্বামী, সনাতন (সম্পা) (১৯৯৪); তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়া তার; কলকাতা : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

ঘোষ, ড. অজিতকুমার (১৯৯৮); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

ঘোষ, ড. জগন্নাথ (২০১৭); তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ

ভৌমিক, নির্মলেন্দু (২০০৮); তুলসী লাহিড়ী : ছেঁড়া তার; কলকাতা : ভারতী বুক স্টল

৩.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: নাট্যকাহিনি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় আলোচ্য 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দি।.....হাকিমুদ্দি তাঁর বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলেছে।..... ইতিমধ্যে চার মাস কেটে গেছে। ..... এখানেই নাটকের সমাপ্তি। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৩ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রহিমুদ্দি 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান বা নায়ক চরিত্র।.....' ছোটোবেলা থেকেই রহিমুদ্দি গানবাজনার প্রতি অনুরক্ত।..... রহিমুদ্দির চরিত্রে দুটি উপাদান-প্রবল ভাবাবেগ ও বুদ্ধি। ..... সেই দিক থেকে রহিমুদ্দি বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৪ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'ছেঁড়া তার' নাটকে বেশ কয়েকটি চাষী চরিত্র আছে। এই চাষীদের মধ্যে গোবিন্দ, শ্রীমন্ত অন্যতম। রহিমুদ্দির একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হল শ্রীমন্ত।..... গোবিন্দ গ্রামের নিরক্ষর হিন্দুচাষী। ..... সে হাকিমুদ্দির শয়তানীর বিরুদ্ধে সরব হয়। এখানেই তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সততার প্রমাণ মেলে। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৪ অংশ)

৪। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অঞ্চল হল বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের জেলা রংপুর।..... আলোচ্য নাটকের অন্যান্য সব চরিত্রই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার ক্রিয়া, ধাতু, বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহার নিখুঁত।..... উদাহরণ স্বরূপ: কানা ফকিরকে দেখিয়ে হাকিমুদ্দি দারোগাকে বলে-..... সেই সঙ্গে রহিমুদ্দির সঙ্গে তার শত্রুতা পাঠকের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৫ অংশ)

? ৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনিটি আলোচনা করুন।

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকের নায়ক কে? তাঁর চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকের যেকোনও দুজন চাষী চরিত্র নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৪। 'ছেঁড়া তার' নাটকে সংলাপে কামরূপী ভাষা ব্যবহার দৃষ্টান্তসহ ফুটিয়ে তুলুন।

৫। 'ছেঁড়া তার' নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকারের মুন্সিয়ানার দিকটি বিচার করুন।

৬। নারী চরিত্র হিসাবে ফুলজান চরিত্রটি আলোচনা করুন।

*** *** ***